সংবাদ

তারিখ : 02 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : সান্ধ্যকালীন কোর্স এবং অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধি কেন?

মো. মাহবুব আলম প্রদীপ

দেশের বাইরে থাকলে দেশের জন্য মন সবসময় ব্যাকুল থাকে। দেশের ভালোমন্দ প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রভাবিত করে। দিনের কাজ শেষে দৃষ্টি থাকে দেশের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। সম্প্রতি দেশে একের পর এক এতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যাতে মতামত ব্যক্ত করা সত্যিকার অর্থেই কঠিন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি সান্ধ্যকালীন কোর্স এবং অযৌক্তিক ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে। এ বিষয়ে কোন এক অজানা কারণে সুশীল সমাজের টনক নড়ছে না। এই আন্দোলনকে পাশকাটিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠের চলমান আন্দোলনের সঠিক সমাধান প্রয়োজন। রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। এমন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কোন অচলাবস্থা সৃষ্টি হোক সেটা কারও কাম্য নয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিকভাবে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তা করা হলো? কোন যুক্তির ভিত্তিতে এমন পথে হাঁটলো রাবি প্রশাসন? দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এমন ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে এর প্রভাব কেমন হতে পারে তা কি ভেবে দেখেছে রাবি প্রশাসন? এমনিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে সেশন জটের কারণে সঠিক সময়ে কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তার ওপর যদি সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। অনেক কষ্ট করে তাদের সনদপত্র অর্জন করতে হয়। এমতাবস্থায় সান্ধ্যকালীন কোর্সে অর্থের বিনিময়ে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কেন পড়াশোনার সুযোগ পাবে? এর মধ্যে যেমন যুক্তি আছে, ঠিক তেমনি হাজারও শিক্ষার্থীর আবেগ জড়িত রয়েছে। যুক্তি এবং আবেগকে পাশ কাটিয়ে রাবি প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ নেয়া মোটেও সমীচীন নয়।

নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। আমাদের দেশে দুই ধরনের ব্যবস্থায়ই প্রচলিত আছে। যুগ যুগ ধরে এমন ধারণা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন এবং মেধাবীরাই পড়াশোনা করে আসছে। তাহলে অর্থের বিনিময়ে মেধাবীদের সঙ্গে মেধাহীনদের সংমিশ্রণ কেন? অর্থের মাধ্যমে শিক্ষাকে এভাবে বাণিজ্যিকীকরণের অপচেষ্টা বৈধ পন্থায় মোকাবিলা করতে হবে।

সান্ধ্যকালীন কোর্সের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি বাড়ানো হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফি বাড়ানোর বিষয়টি যৌক্তিক আলোচনার দাবি রাখে। শুধুমাত্র নামমাত্র মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। তবে বিচার করে দেখতে হবে ফি বাড়ানোর হার আসলে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ। রাবি প্রশাসন যে হারে ফি বর্ধিত করেছে তা কাম্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ধিত ফির হার হাজার গুণেরও বেশি। এই ফি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও উচিত যৌক্তিক ফি বাড়ানোর বিষয়টি মেনে নেয়া। কেননা, তারা ইতোমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করে পড়াশোনা করে এসেছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে শিক্ষার্থীদের বেতনসহ অন্যান্য ফি যৌক্তিকভাবে বাড়ানো যেতে পারে। আমি মনে করি ছাত্রছাত্রীরা সবদিক বিবেচনা করে বর্ধিত ফি'র ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে যাওয়া ঠিক হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়ানো সাপেক্ষে বিভিন্ন খাতের ফি বাড়ানো দরকার। তবে তা হতে হবে ছাত্রছাত্রীদের সাধ্যের মধ্যে। আজকে যারা প্রশাসনে আছেন তারাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই লেখাপড়া করেছেন। তারা নিজেরাই ভালো করে অবগত আছেন যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। তাদের পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ বহন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিজেদের আজকের অবস্থানে সীমাবদ্ধ না রেখে হাজারও ছাত্রছাত্রীর অবস্থান থেকে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

বিগত চার বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি রাবিতে কোন সমস্যা হলে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা এগিয়ে আসেন। অবাক করার মতো বিষয় হলো এ বিষয় নিয়ে কেউ কোন কথা বলছেন না। তবে কি আর্থিক লাভের কথা বিবেচনা করে সবাই নিশ্চুপ আছেন? নিজেদের সামান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সর্বনাশ ডেকে না আনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা সত্য যে, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো কোনভাবেই বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের অধিকার সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। এটা না করে শিক্ষা কাঠামোকে ভেঙে ফেলা কোনভাবেই সমীচীন নয়।

নানা সমস্যায় জর্জরিত রাবি। এর মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্গে ভিসির সচিব এবং বিভিন্ন কর্মচারীদের অসদাচরণ, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের অসৌজন্যমূলক আচরণ, জীর্ণশীর্ণ গ্রন্থাগার, সেশনজট, বিভিন্ন অনুষদে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব এবং সর্বোপরি কিছু শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে চরম অনীহা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম। রাবি প্রশাসনের উচিত এ সকল সমস্যা সমাধান করে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

আশাকরি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে প্রশাসন সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু রাখার বিষয় থেকে সরে আসবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও যৌক্তিক আন্দোলনের আহ্বান জানাচ্ছি। এ আন্দোলন যেন কোন গোষ্ঠীর আন্দোলনে পরিণত না হয়। এই আন্দোলন যেন ভুল পথে পরিচালিত না হয়। দেশের বাইরে থেকে প্রত্যাশা করছি প্রশাসন হাজারও শিক্ষার্থীর চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে সঠিক সমাধানের পথে হাঁটবে।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।